



(BANGLA)

# শাজারা

## SHAJRAH

কাদেরীয়া রযবীরা ফিরাসের আওরীয়া



মাথারে পড়ছে দাক

মাথারে আলীনা হযরত

শায়ে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,  
দাঁড়িয়ে ইশলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্রাহামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলহিয়াস আওর কাদেরী রযবী

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

## কিতাব পাঠ করার দো'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে  
 প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** যা কিছু  
 পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো'আটি হল:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ  
 عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের  
 দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ  
 অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমাম্বিত!  
 (আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)  
 (দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করুন)

## দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে  
 পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

## সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরুদ শরীফের ফযীলত	৩	শোয়ার সময়ের ৭টি আমল	৩০
শাজারে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া পাঠ করার ৭টি মাদানী ফুল	৪	সূরা কাহাফের শেষ চার আয়াত	৩২
		ঘুম থেকে উঠে পাঠ করুন	৩৪
দিনে বা রাতে যে কোন এক সময় প্রতিদিন পাঠ করুন	৬	তাহাজ্জুদ	৩৫
		কাজ আটকে গেল, তবে..	৩৬
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পাঠ করার ৭টি ওযীফা	৭	খতমে কুরআন	৩৯
		দরুদে রযবীয়াহ্	৪১
কাদেরীয়া পঞ্চঃ ধনভান্ডার	৮	দরুদ ও সালামের	৪২
সকাল-সন্ধ্যা পড়ার জন্য ১০টি ওযীফা	১২	১৭টি মাদানী ফুল	
		নেকীর দাওয়াতের	৪৪
সায়্যিদুল ইসতিগফার	১৯	৬টি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল	
শুধুমাত্র সকালে পাঠ করার ৭টি ওযীফা	২০	স্মরণীয় বিভিন্ন মাদানী ফুল	৫১
		ইসলামী বোনেরা মনযোগ দিন	৫৫
সিলসিলার ফাতিহা	২৩	ইসলামী বোনদের জন্য	৫৭
দরুদে গাউছিয়া	২৫	৭টি মাদানী ফুল	
ফজর ও আসর নামাযের পর	২৫	দা'ওয়াতে ইসলামী	৫৯
ফজর ও মাগরিব নামাযের পর	২৬	ওরছ ও দাফনের তারিখ	৬০
ফজর নামাযের পর হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব	২৮	শাজারায়ে আলীয়া (উর্দু)	৬৫
		শাজারায়ে আলীয়া (বাংলা)	৬৮
রাত্রিকালীন ৪টি আমল	২৮	তথ্যসূত্র	৭২



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

## দরুদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “নিশ্চয় দোয়া জমীন ও আসমানের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে এবং তা থেকে কোন জিনিস উপরের দিকে যায় না, যতক্ষণ তোমরা আপন নবী, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ শরীফ পড়ে না নাও।”  
 (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ



## শাজারায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া পাঠ করার ৭টি মাদানী ফুল

(১) যারা ছিলছিলিয়ে আলীয়া, কাদেরীয়া, রযবীয়া'র অন্তর্ভুক্ত, ঐ সকল ইসলামী ভাই-বোনদের জন্য শাজারায়ে আলীয়া কাদেরীয়ার সবক ইত্যাদি পাঠ করার অনুমতি রয়েছে।

(২) শাজারা শরীফে দেয়া সমস্ত সবক ও ওযীফার প্রতিটি হরফকে তার বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে উচ্চারণ করা আবশ্যিক।<sup>২</sup>

(৩) যে ব্যক্তি الف ও ع, س এবং ص, ه এবং ح, ইত্যাদির মধ্যে প্রয়োজনীয় পার্থক্য করতে পারে না, এমনকি অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় তার জন্য এসব ওযীফা পাঠ করার অনুমতি নেই।

<sup>২</sup> এ মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহায়ে শরীয়াত" নামক কিতাবের ১ম খন্ড ৫৫৭ পৃষ্ঠায় দেখুন। (সঙ্গে মদীনা عَلَيْهِ السَّلَامُ)

আর সাবধান! অশুদ্ধভাবে পাঠ করতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ সকল ওযীফা প্রথমে কোন বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতকারী সুন্নী ক্বারী বা সুন্নী আলিমকে শুনিয়ে নিবেন।

(৪) শাজারা শরীফে দেয়া যে সমস্ত ওযীফা ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করার জন্য লিখা রয়েছে সেগুলোকে ধারাবাহিক পাঠ করলে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** অনেক বেশি বরকত অর্জিত হবে।

(৫) যতটুকু আপনি আদায় করতে পারবেন, ততটুকুই ওযীফা নিজের জন্য মনোনীত করে নিন।

(৬) ওযীফা সমূহের অনুবাদ পড়া জরুরী নয়।

(৭) প্রত্যেকটি ওযীফার শুরু ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করুন। তবে হ্যাঁ! যদি একই বৈঠকে বেশি ওযীফা পাঠ করেন, তবে সবগুলোর শুরুতে একবার এবং সকল ওযীফা পাঠ করার শেষে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে নেওয়ার অনুমতি রয়েছে।

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

## দিনে বা রাতে যে কোন এক সময় প্রতিদিন পাঠ করুন

(১) **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ** (৭০ বার)

(২) **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (১৬৬ বার)

(৩) **مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** (৩ বার)

(৪) যে কোন দরুদ শরীফ (১১১ বার)

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

## পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পাঠ করার ৭টি ওযীফা

(১) **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ○

**وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مُسَخَّرَاتٍ**

**بِأَمْرِهِ ٥ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ٦**

## تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٣﴾

كِرْدِ مَنْ وَ كِرْدِ خَانِهِ مَنْ وَ كِرْدِ زَنْ  
 وَ فَرَزَنْدَانِ مَنْ وَ كِرْدِ مَالِ وَ دَوْسْتَانِ مَنْ  
 حِصَارِ حِفَاظَتِ تُو شَوْدَ وَ تُو نِگَهْدَارِ بَاشِي

উচ্চারণ: গির্দে মান্ ওয়া গির্দে খা-নায়ে মান্  
 ওয়া গির্দে যন ওয়া ফারযান্দানে মান্, ওয়া গির্দে  
 মাল ওয়া দাস্তানে মান্ হিসারে হিফায়ত তু  
 শাওয়াদা ওয়া তু নিগাহ্দার বা-শী।

২ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি  
 সৃষ্টি করছেন, সবই তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। শুনো! তাঁর  
 হাতে রয়েছে সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দেয়া (নিয়ন্ত্রণ করা)। বড়ই  
 বরকত ওয়ালা আল্লাহ্, প্রতিপালক সমগ্র সৃষ্টি জগতের।

(পারা- ১৮, সূরা- আ'রাফ, আয়াত- ৫৪)

৩ হে আল্লাহ্! আমার আশে-পাশে, আমার ঘরের আশে-পাশে,  
 আমার সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর আশে-পাশে, আমার সম্পদ ও বন্ধু-  
 বান্ধবদের আশে-পাশে নিরাপত্তার বেষ্টনী হোক আর তুমি  
 নিরাপত্তাকারী ও রক্ষাকারী।



(৩) পূর্বে উল্লেখিত আমল দুইটি ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করার পর এখন ৩য় আমল যা নামাযের জন্য নির্ধারিত: “কাদেরীয়া পঞ্চ ধনভান্ডার” পাঠ করুন এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের পঞ্চ ধনভান্ডার আমলের পর যদি বাহান্তর (৭২) বার ‘**يَا بَاسِطُ**’ও পাঠ করে নেন তাহলে অধিক উত্তম।

## কাদেরীয়া পঞ্চ ধনভান্ডার

প্রত্যেকটি ওয়াযীফা ১০০ বার করে (শুরু ও শেষে তিনবার করে দরুদ শরীফ সহকারে) পাঠ করুন। এগুলো নিয়মিত ভাবে পাঠ করাতে ঈন শ্বাঐ الله عَزَّوَجَلَّ দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য প্রকাশ পাবে। প্রত্যেক ইসীম ( ۱ ) পেশ সহকারে পড়ুন।

ফজরের নামাযের পর : **يَا عَزِيزُ يَا اللَّهُ**

যোহরের নামাযের পর : **يَا كَرِيمُ يَا اللَّهُ**

আসরের নামাযের পর : **يَا جَبَّارُ يَا اللَّهُ**

মাগরিবের নামাযের পর : **يَا سَتَّارُ يَا اَللّٰهُ**

ইশার নামাযের পর : **يَا غَفَّارُ يَا اَللّٰهُ**

পাঁচ ওয়াজ্জ নামাযের সুন্নাত ও নফল সমূহ আদায়ের পর নিম্নলিখিত ওযীফা সমূহ পাঠ করুন। সুবিধার জন্য নম্বর দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ গুলোতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যিক নয়।

(৪) প্রত্যেক নামাযের পর **“আয়াতুল কুরসী”** একবার করে পাঠকারী মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।<sup>২</sup>

(৫) **اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ**

**الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ ط** তিনবার করে পাঠ করুন।

<sup>২</sup> (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৯৫)

<sup>৩</sup> অনুবাদ: আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ আল্লাহ্ তাআলার নিকট, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর দরবারে তাওবা করছি।

ফযীলত: পাঠকারীর গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে, যদিও বা সে জিহাদের ময়দান থেকে পালায়নকারী হয়।<sup>২</sup>

(৬) তাসবীহে ফাতিমা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: **سُبْحَانَ اللَّهِ**

৩৩ বার, **اللَّهُ أَكْبَرُ** ৩৩ বার, **الْحَمْدُ لِلَّهِ**

৩৩ বার, সব মিলে ৯৯ হল, শেষে **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**

**وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ط لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ**

**وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ط** একবার পাঠ করে

১০০ বার পূর্ণ করুন। ফযীলত: পাঠকারীর গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও (গুনাহ) সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।<sup>৩</sup>

<sup>২</sup> (মুসান্নিফে আবদুর রাজ্জাক, ২য় খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, নং- ৩২০১)

<sup>৩</sup> অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁরই ভূখণ্ড, তাঁরই জন্ম প্রশংসা, তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

<sup>৩</sup> (মুসলিম, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৭)

(৭) প্রত্যেক নামাযের পর কপালের সামনের অংশের উপর হাত রেখে পাঠ করুন:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ط  
 اللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ ط

(পাঠ করার পর হাত টেনে কপাল পর্যন্ত নিয়ে আসুন)

**ফযীলত:** إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ পাঠকারী প্রত্যেক চিন্তা ও পেরেশানী হতে রক্ষা পাবে।<sup>২</sup>

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ দোয়াতে আরো কিছু শব্দ সংযোজন করেছেন।

আর তা হল: **وَعَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ط**

<sup>২</sup> **অনুবাদ:** আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। হে আল্লাহ্! আমার কাছ থেকে দুঃখ ও পেরেশানী দূর করে দাও।

<sup>৩</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ২৩ পৃষ্ঠা)

<sup>৬</sup> (প্রাণ্ডজ, ২৪ পৃষ্ঠা)

(অর্থাৎ- আহলে সুন্নাত হতে) (এজন্য **وَالْحُزْنَ**)

এর পরে **وَعَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ** মিলিয়ে নিন)

**صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

**সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করার জন্য ১০টি ওয়ীফা**

প্রথমে “সকাল” ও “সন্ধ্যা”র সংজ্ঞা হৃদয়ে গেঁথে নিন। অর্ধরাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ চমকানো পর্যন্ত (সময়কে) “সকাল” বলে। এ সময়ের মধ্যে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা সকালে পড়া হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং যোহরের সময় শুরু হওয়া থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (সময়কে) “সন্ধ্যা” বলে। এ সময়ের মধ্যে যা কিছু পড়া হবে, তা সন্ধ্যায় পড়া হয়েছে বলে গণ্য হবে। প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নে দেয়া আমল সমূহ (পাঠ করার সময় নম্বরগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী নয়) পাঠ করার মধ্যে অসংখ্য উপকার রয়েছে:

(১) তিন কূল<sup>২</sup> তিনবার করে পাঠ করুন। **ফযীলত:** পাঠকারী জন্য **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** প্রত্যেক বিপদ হতে নিরাপদ থাকবে। সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত।<sup>৩</sup>

(২) **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ**<sup>৩</sup>  
৩ বার করে পাঠ করুন। **ফযীলত:** সাপ, বিছু ইত্যাদি অনিষ্টকারী প্রাণী হতে রক্ষা পাবে।<sup>৪</sup>

(৩) **فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾**  
**وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ**  
**وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾**

<sup>২</sup> সূরা- ইখলাস, সূরা- ফালাক, সূরা- নাস।

<sup>৩</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ১৩ পৃষ্ঠা)

<sup>৬</sup> **অনুবাদ:** আমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের সহিত সকল সৃষ্টি জীবের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

<sup>৪</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ১৪ পৃষ্ঠা)

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ  
 مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ  
 وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۙ

একবার করে পাঠ করুন। **ফযীলত:** যে কোন দিন সব ওযীফা আদায় না হলে, তবে এই ওযীফাটি একাই সব গুলোর স্থানে যথেষ্ট হবে অনুরূপ ভাবে রাত-দিনের প্রত্যেকটি ওযীফা না পড়ার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।<sup>২</sup>

<sup>২</sup> **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন সকাল হয় এবং প্রশংসা তাঁরই আসমান সমূহ ও যমীনের মধ্যে এবং দিনের কিছু অংশ বাকী থাকতে আর যখন তোমাদের দুপুর হয়। তিনি জীবন্তকে নির্গত করেন মৃত থেকে এবং মৃতকে বের করেন জীবন্ত থেকে এবং ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর। আর এভাবেই তোমাকে উত্থিত করা হবে।

(পারা- ২১, সূরা- রুম, আয়াত- ১৭-১৯)

<sup>২</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ১৬ পৃষ্ঠা)

(৪) **أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّبِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ**

৩ বার পাঠ করার পর সূরা হাশরের শেষ ৩টি আয়াত অর্থাৎ- **هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**- হতে সূরার শেষ পর্যন্ত ১বার পাঠ করুন। **ফযীলত:** এটা সকালে পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য ইসতিগফার (গুনাহ ক্ষমার প্রার্থনা) করবেন এবং ঐ দিন মৃত্যুবরণ করলে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে, সকাল পর্যন্ত এরূপ ফযীলত অর্জিত হবে।<sup>২</sup>

(৫) **اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ**

<sup>২</sup> **অনুবাদ:** আমি সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তাআলার নিকট অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

<sup>৩</sup> (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা, নং- ২৯৩১। আল ওযীফাতুল করীমা, ১৭ পৃষ্ঠা)



﴿لِمَا لَا نَعْلَمُهُ﴾ ৩ বার করে পাঠ করুন। ফযীলত:

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এটা পাঠকারী ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভ করবে।<sup>১</sup>

﴿بِسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ دِينِي بِسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ نَفْسِي وَوُلْدِي﴾ (৬)

৩ বার করে পড়ুন। ফযীলত:  
পাঠকারীর দ্বীন, ঈমান, প্রাণ, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সব কিছু নিরাপদ থাকবে।<sup>২</sup> (إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

<sup>১</sup> অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমরা এ কথা (বিষয়) হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কোন বস্তুকে জেনে বুঝে তোমার অংশীদার বানিয়ে নেব এবং আমরা তোমার নিকট তা (শিরক) থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমরা জানিনা।

<sup>২</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ১৭ পৃষ্ঠা)

<sup>৩</sup> অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র নামের বরকতে আমার দ্বীন, জান, সন্তান ও পরিবার এবং সম্পদ নিরাপদ থাকুক।

<sup>৪</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ১৭ পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللَّهِ جَلِيلِ الشَّانِ عَظِيمِ الْبُرْهَانِ (৭)  
 شَدِيدِ السُّلْطَانِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ  
 الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ১ বার করে পাঠ করুন।  
 ফযীলত: পাঠকারী শয়তান ও তার দলবল থেকে  
 নিরাপদ থাকবে।<sup>২</sup>

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ،  
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ  
 مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ

<sup>২</sup> অনুবাদ: জালীলুশশান, আ'যীমুল বুরহান, শাদীদুস সুলতান  
 আল্লাহুর নামে আরম্ভ। আল্লাহু তাআলা যা চান তা-ই হয়। আমি  
 আল্লাহু তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অভিশপ্ত শয়তান  
 হতে।

<sup>৩</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ১৮ পৃষ্ঠা)

১ বার করে পাঠ করুন। ফযীলত:  
পাঠকারী চিন্তা ও দুঃখ হতে রক্ষা পাবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ  
এবং কর্জ থেকে মুক্তি লাভের জন্য সকাল-সন্ধ্যা  
১১ বার করে পাঠ করুন।<sup>২</sup>

(৯) “সায়্যিদুল ইসতিগফার” ১ বার অথবা ৩ বার  
করে পাঠ করুন। ফযীলত: পাঠকারীর গুনাহ ক্ষমা  
করে দেয়া হবে আর ঐ দিন বা রাতে মৃত্যুবরণ  
করলে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। আর নিজের যে  
কাজ দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, আল্লাহ তাআলা  
সেটা হতে নিরাপদ রাখেন।

<sup>২</sup> অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি চিন্তা ও দুঃখ, দুর্বলতা, অলসতা,  
ভীরুতা ও কুপণতা, কর্জের আধিক্য এবং মানুষের ক্রোধ হতে  
তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

<sup>২</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ১৯ পৃষ্ঠা)

## সায়িাদুল ইসতিগফার

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا  
عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَاَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ،  
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ  
عَلٰى وَاَبُوْءُ لَكَ بِذُنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ  
الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ط ۝

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা  
শাহ্ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

২ **অনুবাদ:** হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া মাবুদ  
নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা এবং  
আমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার অঙ্গিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত  
রয়েছি। আমি আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয়  
প্রার্থনা করছি। আমার উপর তোমার যেসব নিয়ামত রয়েছে  
সেগুলো স্বীকার করছি এবং আমার পাপ সমূহ স্বীকার করছি।  
আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া কেউ পাপ মার্জনা  
করতে পারে না।

ইসতিগফারের মধ্যে অতিরিক্ত এই শব্দগুলো সংযোজন করেছেন: **وَاعْفِرْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مَوْ مِينَةٍ** (এজন্য শেষে এসব শব্দাবলী পড়ুন)

১০০ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ** <sup>ط</sup> (১০) বার করে পাঠ করুন। **ফযীলত:** দুনিয়াতে উপবাস থাকবে না, কবরে আতঙ্কিত হবে না এবং হাশরে পেরেশানী হবে না **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** <sup>١</sup>।

**صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّد**

**শুধুমাত্র সকালে পাঠ করার ৭টি ওযীফা**

(১) **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** <sup>ط</sup> **وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ** <sup>ط</sup>

<sup>২</sup> **অনুবাদ:** এবং প্রত্যেক মু'মিন নর-নারীকে ক্ষমা করে দাও।  
<sup>৩</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ২০ পৃষ্ঠা)

**ফযীলত:** প্রত্যেক কাজ-কর্ম সম্পন্ন হবে, শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে।<sup>২</sup> এই দোয়াটিকে “আল ওযীফাতুল করীমা”তে সকালের আমল হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু পাঠ করার সংখ্যা লিখা হয়নি। অবশ্য “মাদারিজুন্নুবুয়্যাত” প্রথম খন্ডের ২৩৬ পৃষ্ঠায় সময় নির্ধারণ ব্যতীত একটি বর্ণনা হযরত সাযিয়্যুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেছেন: যে কেউ উপরোল্লিখিত দোয়াটি ১০ বার পাঠ করবে, সে গুনাহ থেকে এমন পবিত্র হয়ে যাবে যে রূপ জন্মের সময় ছিল এবং তাকে দুনিয়ার ৭০টি বিপদ হতে মুক্ত করে দেয়া হয়। যেমন- উন্মাদনা, পাগলামী, কুষ্ঠ রোগ, শ্বেত রোগ এবং বায়ু নির্গত হওয়া ইত্যাদি।

(২) **সূরা ইখলাস- ১১** বার পাঠ করুন। **ফযীলত:** যদি শয়তান তার দলবল সহ তাকে দিয়ে গুনাহ

<sup>২</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ২১ পৃষ্ঠা)

করানোর চেষ্টা করে তবুও সে করাতে পারবে না  
যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে (গুনাহ) না করে।

(আল ওযীফাতুল করীমা, ২১ পৃষ্ঠা)

(৩) **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ** ৪১ বার।

ফযীলত: **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ঐ ব্যক্তির অন্তর জীবিত  
থাকবে এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভ হবে।

(প্রাণ্ড)

(৪) **سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ** ৩ বার।

ফযীলত: উন্মাদনা (পাগলামী), কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ  
এবং অন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। (প্রাণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা)

(৫) কুরআনুল করীমের তিলাওয়াত কমপক্ষে এক  
পারা। যতটুকু সম্ভব সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে, আর  
যদি উদিত হওয়া শুরু হয়, তাহলে ২০ মিনিট  
পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এবং যিকির ও দরুদ শরীফ  
পাঠে মগ্ন থাকুন।

এ পর্যন্ত যে, সূর্য পূর্ণ উদয় হয়ে যায়। কেননা যে তিন সময়ে নামায পড়া নাজায়েয, ঐ সময়গুলোতে কুরআন তিলাওয়াত করাও উত্তম নয়।

(৬) দালায়িলুল খায়রাত শরীফ এক হিয্ব।

### সিলসিলার (رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى) ফাতিহা

(৭) প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর ১ বার (রিসালার শেষে প্রদত্ত) “শাজারায়ে আলীয়া” পাঠ করে নিন। এরপর “দরুদে গাউছিয়া” ৭ বার, “সূরা ফাতিহা” ১ বার, “আয়াতুল কুরসী” ১ বার, “সূরা ইখলাস” ৭ বার, অতঃপর দরুদে গাউছিয়া ৩ বার পাঠ করে এসব কিছু সাওয়াব নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পবিত্র দরবারে পেশ করে সকল আশ্বিয়া কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এবং আউলিয়ায়ে ইযাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর পবিত্র রূহ মোবারকে পেশ করুন।



যাঁর হাতে বায়আত হয়েছেন তিনি জীবিত থাকলে তাঁর নামও ফাতিহাতে शामिल করে নিন। কেননা জীবিতদের<sup>২</sup> জন্যও ইছালে সাওয়াব হতে পারে এবং সাথে সাথে উত্তম হায়াত বৃদ্ধির জন্যও দোয়া করুন।

২ জীবিত মুসলমানদের জন্যও ইছালে সাওয়াব করা জায়িয় রয়েছে। যেমন- হযরত সাযিয়দুনা সালিহ ইবনে দিরহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমরা হজ্জ করতে যাচ্ছিলাম। এক ব্যক্তি (অর্থাৎ- হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) সাথে সাক্ষাৎ হল, তখন তিনি বললেন: তোমাদের নিকটবর্তী কোন বস্তু রয়েছে কি? যেটাকে “উবুল্লাহ” বলা হয়। আমরা বললাম: জ্বি, হ্যাঁ!। (এটা শুনে) তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে কে এটার নিশ্চয়তা প্রদান করছ, “মসজিদে আশশার” এর মধ্যে আমার জন্য দু’ বা চার রাকাত নামায আদায় করে দিবে এবং বলবে যে, এ নামায আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর (ইছালে সাওয়াবের) জন্য। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৩০৮)

## দরুদে গাউছিয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ  
وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ط

### ফজর ও আসর নামাযের পর

পা না বদলিয়ে/ সরিয়ে, কথা-বার্তা না বলে ১০  
বার করে পাঠ করুন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ط  
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهٖ الْخَيْرُ يُحْيِيْ  
وَيُمِيْتُتْ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط ۛ

২ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য প্রশংসা, তাঁরই কুদরতী হাতের মধ্যে কল্যাণ নিহিত। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন আর তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

ফযীলত: পাঠকারী প্রত্যেক বিপদ-আপদ, শয়তান ও তার ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকবে, গুনাহ ক্ষমা হবে এবং তার সমপরিমাণ কারো নেকী হবে না।<sup>২</sup>

(আল ওযীফাতুল করীমা, ২৫ পৃষ্ঠা)

## ফজর ও মাগরিব নামাযের পর

(১) **اللَّهُمَّ اجِرْنِي مِنَ النَّارِ** ৭ বার করে পাঠ করুন। ফযীলত: পাঠকারী যদি ঐ দিন বা রাতে মৃত্যুবরণ করে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে সুরক্ষিত রাখবেন।<sup>৩</sup>

<sup>২</sup> মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর পাঠ করার উল্লেখ রয়েছে। অন্য বর্ণনার ফজর ও আসরের উল্লেখ করা হয়েছে। হানাফী মাযহাব মতে এটা অধিক গ্রহণযোগ্য। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৫৪১ পৃষ্ঠা)

<sup>৩</sup> অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

<sup>৪</sup> (আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৭৯)

(২) প্রতিদিন ফজর নামাযের পর সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে এবং মাগরিব নামাযের পর নিম্নলিখিত দোয়াগুলো ১০ বার করে নিয়মিত ভাবে পাঠকারীর সকল জায়গি কাজ পূর্ণ হবে এবং শত্রুও পরাজিত হবে, (إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

\* حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

\* رَبِّ إِنِّي مَسْنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

২ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার জন্য আল্লাহুই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য আরো ইবাদত নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি।

(পারা- ১১, সূরা- তাওবা, আয়াত- ১২৯)

৩ অনুবাদ: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কষ্ট গ্রাস করেছে, আর তুমি দয়াবানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দয়াবান।

\* رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ \*

\* سَيُهِزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٢٥﴾ \*

ফজর নামাযের পর

হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব

ফজর নামাযের পর পা না বদলিয়ে/ সরিয়ে বসাবস্থায় আল্লাহুর যিকিরের মধ্যে মশগুলো থাকুন। এ পর্যন্ত যে, সূর্য উদিত হয়ে যায়। প্রায় বিশ মিনিট অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর দুই রাকাত নফল (ইশরাক) নামায আদায় করুন। পূর্ণ হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জিত হবে। (আল ওযীফাতুল করীমা, ২৬ পৃষ্ঠা। তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৮৬)

২ অনুবাদ: হে আমার পালনকর্তা! আমি পরাজিত আর তুমি আমার বদলা নাও।

৩ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এখন তাড়া করা হচ্ছে এ দলকে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (পারা- ২৭, সূরা- কমর, আয়াত- ৪৫)

হাদীস শরীফের এই অংশ “স্বীয় নামাযের স্থানে বসে থাকবে” এর ব্যাখ্যায় হযরত সাযিয়্যুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ মসজিদ বা ঘরে এমতাবস্থায় থাকবে যে, যিকির বা (আখিরাতের জন্য) গভীর চিন্তা ভাবনা করা অথবা ইলমে দ্বীন শিখা-শিখানো অথবা বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফে রত থাকবে। এভাবে “ভাল কথা বলবে”, এতদ সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ ফজর ও ইশরাকের মধ্যখানে কল্যাণমূলক কথা বার্তা ছাড়া অন্য কোন কথোপকথন করবে না। কেননা এটা ঐ কথা যার উপর সাওয়াব অর্জিত হয়।

(মিরকাত, ৩য় খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীসের টীকা নং- ১৩১৭)

## রাত্রিকালীন ৪টি আমল

সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়কে রাত বলা হয়। এর মধ্যে যা কিছু পড়া হবে তা রাতে পড়া হয়েছে বলে গণ্য হবে।

যেমন- যদি মাগরিবের নামাযের পরও কোন ওযীফা পড়া হয়, তাহলে সেটাকে রাতে পড়া হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। তাই রাতে সম্ভব হলে এগুলো পাঠ করে নিন:

- (১) **সূরা মুলক** : কবরের আযাব হতে মুক্তি।<sup>২</sup>
- (২) **সূরা ইয়াসীন** : ক্ষমা লাভ হবে।<sup>৩</sup>
- (৩) **সূরা ওয়াকিয়া** : দারিদ্রতা হতে নিরাপদ।<sup>৪</sup>
- (৪) **সূরা দুখান** : সকালে সে এ অবস্থায় উঠবে যে, ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য ইসতিগফার করতে থাকে।<sup>৫</sup>

## শোয়ার সময়ের ৭টি আমল

- (১) **আয়াতুল কুরসী** ১ বার পাঠ করুন।

<sup>২</sup> (আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৫৪৭)

<sup>৩</sup> (শুয়াবুল ইমান, ২য় খন্ড, ৪৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৬২)

<sup>৪</sup> (শুয়াবুল ইমান, ২য় খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৯৭)

<sup>৫</sup> (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮৯৭)

**ফযীলত:** আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সকাল পর্যন্ত একজন পাহারাদার (ফিরিশতা) নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান নিকটে আসতে পারবে না। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**। তার ঘর ও আশে-পাশের ঘর চুরি থেকে নিরাপদ থাকবে। পেত্নী ও জ্বিন প্রবেশ করতে পরবে না।<sup>২</sup>

(২) **তাসবীহে ফাতিমা** (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا) পাঠ করুন।

**ফযীলত:** সকালে আনন্দিত অবস্থায় উঠবে এবং অসংখ্য কল্যাণ লাভ হবে।<sup>৩</sup>

(৩) **সূরা ফাতিহা** শরীফ ও সূরা **ইখলাস** শরীফ ১ বার করে পাঠ করুন।<sup>৪</sup>

(৪) **সূরা বাকারার** শুরু হতে **مُفْلِحُونَ** পর্যন্ত, এরপর **أَمِنَ الرَّسُولُ** হতে সূরার শেষ পর্যন্ত।<sup>৫</sup>

<sup>২</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ৩০ পৃষ্ঠা)

<sup>৩</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ৩০ পৃষ্ঠা)

<sup>৪</sup> (আত্ তারগীর ওয়াত্ তারহীব, ১ম খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০)

<sup>৫</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ৩১ পৃষ্ঠা)



(৫) সূরা কাহাফের শেষ চার আয়াত অর্থাৎ-  
 “إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا” থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত।  
 ফযীলত: রাতে বা সকালে যেই সময়ে ঘুম থেকে  
 জেগে উঠার নিয়্যত করে পাঠ করবে, (সে  
 সময়মত) চোখ খুলে যাবে।<sup>২</sup> (إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

### সূরা কাহাফের শেষ চার আয়াত

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا  
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا  
 قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدًّا دَا لِكَلِمَةٍ

<sup>২</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ৩৩ পৃষ্ঠা। দারমী, ২য় খন্ড, ৫৪৬ পৃষ্ঠা,  
 হাদীস- ৩৪০৬)

رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ  
 رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ إِنَّمَا  
 أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا  
 إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا  
 لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا  
 يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

(৬) দু'হাতের তালুদ্বয় বিস্তৃত করে তিন **কূল** শরীফ  
 (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস) ১ বার  
 করে পাঠ করে এর উপর ফুঁক দিয়ে মাথা, চেহারা  
 ও বুকে এবং সামনে, পিছনে যেখানে পর্যন্ত হাত  
 পৌঁছে, সেখান পর্যন্ত সমস্ত শরীরে বুলিয়ে নিন।  
 অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার এভাবে করুন।

**ফযীলত:** (إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) সকল বিপদ হতে নিরাপদ থাকবেন। (আল ওযীফাতুল করীমা, ৩৩ পৃষ্ঠা)

(৭) **সূরা কাফিরুন** পাঠ করে (সে দিনের মত কথা-বার্তা বলা) শেষ করুন। এরপর কথা বলার প্রয়োজন হলে, কথা বলে পুনরায় এই সূরা পাঠ করে নিন। যাতে এটার উপর শেষ (হয়েছে বলে ধরে নেয়া) হবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ।

(আল ওযীফাতুল করীমা, ৩৪ পৃষ্ঠা)

## ঘুম থেকে উঠে পাঠ করুন

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا  
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۞

২ **অনুবাদ:** সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবন (জাগ্রত হওয়া) দান করেছেন আর আমাদেরকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৭৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৩১২)

**ফযীলত:** পাঠকারী কিয়ামতেও **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করতে করতে উঠবে।<sup>২</sup>

## তাহাজ্জুদ

ইশার নামায আদায় করার পর কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন অতঃপর রাতে সুবহে সাদিকের পূর্বে যখন চোখ খুলে তখন, আর যদি ইশার নামায আদায় করার পর অল্পক্ষণ পরে চোখ খুলে যায়, তাহলে অযু করে কমপক্ষে দু'রাকাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে নিন। আর সুনাত হচ্ছে আট রাকাত এবং মাশায়িখে কিরামদের **رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى** অভ্যাস বার রাকাত ছিল। নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কিরাত পাঠের অধিকার রয়েছে। যেখান থেকে ইচ্ছা হয় পাঠ করুন। উত্তম হচ্ছে যতটুকু কুরআন মজীদ মুখস্থ রয়েছে তা তাহাজ্জুদ নামাযে তিলাওয়াত করুন।

<sup>২</sup> (আল ওযীফাতুল করীমা, ৩৪ পৃষ্ঠা)

যদি সম্পূর্ণ কুরআনে করীম হিফজ থাকে, তাহলে কমপক্ষে তিন রাত ও বেশির মধ্যে ৪০ রাতে তিলাওয়াত করে খতম করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। যদি ইচ্ছা হয়, তাহলে প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস তিনবার করে পাঠ করুন। যত রাকাত আদায় করবেন, ততবার কুরআন মজীদ খতম করার মহান সাওয়াব পাবেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত মাদানী পাঞ্জের সূরার অধ্যায় ফয়যানে নফল অধ্যয়ণ করুন।)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কাজ আটকে গেল, তবে .....

বৈধ উদ্দেশ্য পূরণ ও সফলতা এবং শত্রুদের পরাজয়ের জন্য নিম্নলিখিত ওযীফাগুলো পাঠ করুন।

(১) ৮৭৪ বার। শুরু ও শেষে ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবেন। উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন যে কোন সময় অযু করে কিবলামুখী হয়ে দু'জানু হয়ে বসে পাঠ করুন আর এ বাক্যটা উঠা-বসা, চলা-ফেরার সময়, অযু থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় গণনা ছাড়া অসংখ্য বার মুখে পাঠ করতে থাকুন। إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

(২) ৪৫০ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ১২৩ বার, শুরু ও শেষে ১১ বার দরুদ শরীফ। উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন যে কোন সময়

২ অনুবাদ: আল্লাহ তাআলা আমার প্রতিপালক তাঁর কোন শরীক নেই।

২ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহই আমাদের যথেষ্ট, আর (তিনি) কতোই উত্তম কর্ম ব্যবস্থাপক।

(পারা- ৪, সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ১৭৩)

পাঠ করুন। (কোন সময় নির্দিষ্ট নেই) উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সর্বোত্তম আমল। এছাড়াও যে কোন সময় হতাশা ও পেরেশানী আসে তখন এ বাক্যটি অধিকহারে পাঠ করতে থাকুন, এটি পেরেশানী থেকে মুক্তির মাধ্যম হবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**।

(৩) ইশার নামাযের পর ১১১ বার এটি **طَفِيلِ حَضْرَتِ دَسْتِغِيثِ دُشْمَنِ هُوِي زِيْر** “তুফাইলে হযরতে দস্তগীর দুশমন হুওয়ে যাইর।”<sup>২</sup> পাঠ করুন। (শুরু ও শেষে ১১ বার করে দরুদ শরীফও পাঠ করুন) এ তিনটি আমল, যা লিখা হয়েছে তা অত্যন্ত কার্যকরী ও পরীক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে সহজও। এগুলোর মধ্যে অলসতা না করা উচিত। যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হন, তখন এ আমল তিনটি হতে প্রত্যেকটি ঐ সংখ্যা অনুযায়ী

<sup>২</sup> **অনুবাদ:** হযরত গাউসে আযম দস্তগীর **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** এর ওসীলাতে শত্রু পরাজিত হোক।

পাঠ করুন যা লিখা হয়েছে। সংখ্যার মধ্যে ইচ্ছা কৃতভাবে কম বা বেশি করবেন না। কেননা চাবির ঘাট কম বেশি হওয়া অবস্থায় তালা খুলে না। আর যদি কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন না হন, তবুও প্রথম ও দ্বিতীয় আমল ১০০ বার করে প্রতিদিন পাঠ করুন। (শুরু ও শেষে ৩ বার দরুদ শরীফও পাঠ করুন)

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّد

### খতমে কুরআন

আওলিয়ায়ে কামিলীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى বলেন: নিঃসন্দেহে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য পরীক্ষিত আমল। যতটুকুই সম্ভব প্রতিদিন আদব সহকারে কুরআনে পাক তিলাওয়াত করতে থাকুন। যদি এভাবে পাঠ করেন, তাহলে খুব ভাল যে, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ খুব শীঘ্রই সফলতা লাভ হবে।



জুমার দিন হতে শুরু করুন এবং বৃহস্পতিবার  
খতম করুন। তিলাওয়াতের পদ্ধতি এটা:

শুক্রবার	সূরা ফাতিহা থেকে সূরা মাইদা।
শনিবার	সূরা আনআম থেকে সূরা তাওবা।
রবিবার	সূরা ইউনুস থেকে সূরা মারইয়াম।
সোমবার	সূরা তাহা থেকে সূরা কাসাস।
মঙ্গলবার	সূরা আনকাবূত থেকে সূরা রাহমান।
বুধবার	সূরা যুমার হতে সূরা রহমান।
বৃহস্পতিবার	সূরা ওয়াকিয়া হতে সূরা নাস।

একাকী ও নির্জনে পাঠ করুন।  
তিলাওয়াতের মাঝখানে কথা-বার্তা বলবেন না।  
প্রত্যেক প্রয়োজনীয় ও জায়িয় কাজে সফলতা  
অর্জনের জন্য লাগাতার ১২ বার খতম শরীফ খুবই  
ফলদায়ক হিসেবে বিশ্বাস রাখুন।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

## দরুদে রযবীয়াহ্

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ط صَلَوَةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ط

উপরে প্রদত্ত দরুদ ও সালাম জুমার নামাযের পর সমবেতভাবে মদীনা শরীফ رَادَمَا لِلَّهِ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا এর দিকে মুখ করে বিনীতভাবে (নামাযের ন্যায়) হাত বেধে দাঁড়িয়ে ১০০ বার পাঠ করুন। যেখানে জুমা হয় না, সেখানে জুমার দিন ফজরের নামাযে, কিংবা যোহর বা আসরের নামাযের পর পাঠ করুন। যেখানে একা হন সেখানে একাকী পাঠ করুন।

২ আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এখানে তিনটি দরুদ শরীফকে একত্রিত করেছেন। তার সাথে সম্পর্কের কারণে এটিকে দরুদে রযবীয়া বলা হয়।

এভাবে ইসলামী বোনেরা আপন আপন ঘরে পাঠ করুন। (পাক ভারত ও বাংলাদেশে ডান হাতের দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেই মদীনা শরীফের দিকে মুখ হয়ে যায়)

## দরুদ ও সালামের ১৭টি মাদানী ফুল

যে রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে মুহাব্বত রাখবে, যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে সমগ্র জাহান হতে অধিক হিসেবে অন্তরে রাখবেন। যে তাঁর শান বা মাহাত্মকে কমিয়ে দেয়ার কাজে রতদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন ও আন্তরিক ভাবে তাদের প্রতি অসম্ভুষ্ট থাকবেন, এমন আশিকানে রাসুলদের যে কেউ দরুদ ও সালাম পাঠ করবেন, তার জন্য অগণিত উপকার রয়েছে। যার মধ্যে থেকে ১৭টি মাদানী ফুল পেশ করা হচ্ছে:

\* এটা পাঠকারীর উপর আল্লাহ তাআলা  
 তিন হাজার রহমত নাযিল করবেন, \* তার উপর  
 দুই হাজার বার নিজের সালাম প্রেরণ করবেন,  
 \* পাঁচ হাজার নেকী তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ  
 করবেন, \* তার পাঁচ হাজার পদ-মর্যাদা বৃদ্ধি  
 করবেন, \* তার পাঁচ হাজার গুনাহ ক্ষমা করবেন,  
 \* তার কপালের উপর লিখে দিবেন যে, এ ব্যক্তি  
 মুনাফিক নয়, \* তার কপালের উপর লিখে  
 দিবেন, এ ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্ত, \* আল্লাহ  
 তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথে  
 রাখবেন, \* তার সম্পদের মধ্যে উন্নতি দিবেন,  
 \* তার বংশধর ও বংশধরের বংশধরকে বরকত  
 দিবেন, \* শত্রুর উপর বিজয় দান করবেন,  
 \* অন্তর সমূহে তার প্রতি ভালবাসা প্রদান  
 করবেন, \* কোন একদিন স্বপ্নে তাজদারে  
 রিসালাত, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারতের  
 সৌভাগ্য দান করবেন,

\* ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভ হবে, \* কিয়ামতে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার সাথে মুসাফাহা করবেন, \* রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুপারিশ তার জন্য ওয়াজিব হবে, \* আল্লাহ তাআলা তার প্রতি এমনভাবে সম্ভ্রষ্ট হবেন যে, আর কখনো অসম্ভ্রষ্ট হবেন না।<sup>২</sup>

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## নেকীর দাওয়াতের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

(১) প্রত্যেক ইসলামী ভাই-বোন যারা বুদ্ধিমান ও প্রাপ্ত বয়স্ক, তাদের জন্য পাঁচ ওয়াজ্ব নামায আদায় করা ফরয। ইসলামী ভাইদের মসজিদে যাওয়া ও জামাআতে নামায নিষ্ঠার সাথে আদায় করা ওয়াজ্বিব।

<sup>২</sup> (হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খন্ড, ৭১৩, ৭১৪ পৃষ্ঠা)

বে-নামাযী মূলত যেন ছবি স্বরূপ মানুষ। প্রকাশ্য আকৃতিতো মানুষের কিন্তু কাজে কর্মে মানুষের মত কোন কিছু নেই। বে-নামাযী শুধু মাত্র সে নয়, যে কখনো নামায পড়েনা, বরং যে এক ওয়াস্ত নামাযও ইচ্ছাকৃত ভাবে ত্যাগ করে সেও বে-নামাযী। কারো চাকুরী, সেবা, ব্যবসা ইত্যাদি যে কোন সমস্যার কারণে নামায কাযা করা মারাত্মক অকৃতজ্ঞতা ও সীমাহীন বোকামী এবং কবীরা গুনাহ। কোন মালিক, এমনকি কাফিরেরও যদি কর্মচারী হয়, তবুও সে নিজের কর্মচারীকে নামায থেকে বাধা দিতে পারবে না। আর যদি নামায পড়তে না দেয়, তাহলে এমন চাকরী করা নিশ্চিতরূপে হারাম। এমনকি এমন চাকরীও নাজায়িয় যাতে শরয়ী ওয়র ব্যতীত ফরয নামাযের জামাআত ছেড়ে দিতে হয়। উল্লেখ্য যে, রোজগারের কোন মাধ্যম নামায ত্যাগ করে রোজগারে বরকত আনতে পারে না।

রিযিব তাঁরই কুদরতী হাতে রয়েছে, যিনি নামায ফরয করেছেন আর নামায ত্যাগ করাতে তিনি খুবই অসম্ভষ্ট হন। **وَالْعِبَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى** (অর্থাৎ- আমরা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে পানাহ চাচ্ছি!)

(২) যদি আল্লাহ্র পানাহ! আপনার কাযা নামায বাকী থাকে তবে সবগুলোকে এমনভাবে হিসাব করুন যেন অনুমানের মধ্যে অবশিষ্ট থেকে না যায়। যদি বেশি হয়ে যায়, তাহলে অসুবিধা নেই। আর ঐসব নামায সামর্থ অনুযায়ী ধীরে ধীরে সহসা আদায় করে নিন। মনে রাখবেন! যতক্ষণ পর্যন্ত ফরয নামায নিজ দায়িত্বে বাকী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নফল নামায কবুল করা হয় না। কাযা নামায যখন অসংখ্য হয়, যেমন- একশত দিনের ফজরের নামায কাযা রয়েছে, তাহলে প্রত্যেকবার এভাবে নিয়ত করুন যে, সর্বপ্রথমে ঐ ফজর যা আমার নিকট থেকে কাযা হয়েছে, তা আদায়ের নিয়ত করলাম।

এভাবে যোহর ও আসর ও অন্যান্য নামাযের নিয়ত করুন। কাযার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্তের ফরয, বিতির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ- প্রত্যেক দিন ও রাতের ২০ রাকাত নামায আদায় করতে হয়। এটির বিস্তারিত আহকাম জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা “কাযা নামাযের পদ্ধতি” অধ্যয়ন করুন।

(৩) যতগুলো রোযা কাযা হয়েছে, তা আরেক রমযান আসার পূর্বে আদায় করে নিন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: যতক্ষণ পূর্বের রমযানের রোযা সমূহের কাযা আদায় করা না হয়, পরবর্তী (রমযানের রোযাগুলো) কবুল হয়না।<sup>২</sup>

<sup>২</sup> বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাত'র অধ্যায় “ফয়যানে রমযান” অধ্যয়ন করুন।



(৪) যিনি সম্প্রশালী অর্থাৎ- যার মালিকানায নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে এবং যাকাতের শর্ত সমূহ পাওয়া যায়,<sup>২</sup> তিনি যাকাতও আদায় করবেন। যদি গত বৎসরের যাকাত বাকী থাকে, তা শীঘ্রই হিসাব করে আদায় করে দিন। মনে রাখবেন! (মালের উপর) বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শরয়ী অপারগতা ব্যতীত যাকাত দিতে দেৱী করা গুনাহ। বছরের শুরুতে ধীৱে ধীৱে যাকাত দিতে থাকুন অতঃপর বছর শেষ হওয়ার পর হিসাব করে নিন। যদি সম্পূর্ণ যাকাত আদায় হয়ে যায়, তবে ভাল। অন্যথায় যতটুকু বাকী রয়েছে, তৎক্ষণাৎ যাকাত খরচ করার উপযুক্ত স্থানে দিয়ে দিন। আর যদি কিছু বেশি পরিমাণ আদায় হয়ে যায়,

<sup>২</sup> বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীৱ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “ফয়যানে যাকাত” অধ্যয়ন করুন।

তাহলে তা আগামী বৎসরের হিসাব থেকে কেটে রাখবেন। আল্লাহ তাআলা কারো নেক আমল বিনষ্ট করেন না।

(৫) সামর্থবান ব্যক্তির উপর হজ্জ আদায় করাও মহান ফরয। আল্লাহ তাআলা এটা ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইরশাদ করেন:

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ  
سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥﴾

তাজেদারে মদীনা, রাহাতে কলবো সীনা,  
হজ্জ পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ  
পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন:

২ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আল্লাহরই জন্য মানবকুলের উপর সেই ঘরের হজ্জ করা (ফরয) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে। আর যে অস্বীকারকারী হয়, তবে আল্লাহ সমগ্র জাহান থেকে বেপরোয়া। (পারা- ৪, সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ৯৮)

“চাই সে ইহুদী হয়ে মৃত্যুবরণ করুক অথবা খ্রীষ্টান হয়ে।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮১২)

(৬) মিথ্যা, গালি-গালাজ, চোগলখোরী, গীবত, ব্যভিচার, সমকামীতা, খিয়ানত, রিয়া, অহংকার, দাঁড়ি মুগুনো বা এক মুঠি থেকে ছোট রাখা, পাপীদের চাল-চলন গ্রহণ করা, সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা ইত্যাদি প্রতিটি মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকুন। যে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্য করবে, তার জন্য আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওয়াদানুযায়ী জান্নাত রয়েছে।

আল্লাহ্ কি রহমত ছে তো জান্নাত হি মিলেগী  
এ্যায় কাশ! মহল্লে মে জাগা উনকে মিলী হো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## স্মরণীয় বিভিন্ন মাদানী ফুল

যে দিন তুমি এসেছিলে ভবে,  
 কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিল সবে ।  
 এমন জীবন করিবে গঠন,  
 মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন ।

\* ওহে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! আপনার জন্মের সময় সবাই হেসেছিল কিন্তু আপনি কেঁদেছিলেন। এমন জীবন যাপন করবেন, আপনার মৃত্যুতে সবাই কাঁদবে আর আপনি হাসবেন।

\* ওহে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা! আপনি যদি ইখলাস বা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তাআলার স্মরণে কান্না করতে থাকেন, প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিচ্ছেদে আপনার অন্তর যদি জর্জরিত থাকে, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ইত্তিকালের সময়

প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাক্ষাৎ লাভে আপনি খুশী ও আনন্দিত হবেন আর আপনার বিচ্ছেদে সৃষ্টিজগৎ বিলাপ ও কান্না করবে।

\* ওহে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা! নিজের প্রতিজ্ঞা মনে রাখুন যা আপনি এ অধম গুনাহগার বান্দার হাতে হাত দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার নিকট করেছেন এবং আমি বদকার, অধমের জন্যও দোয়া করুন যে, যেমনি হওয়া উচিত, তেমনিভাবে যেন আল্লাহ্র নির্দেশনাবলী বাধ্যতামূলক ভাবে পালন করে জীবিত থাকতে পারি, আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে সুনাত পালন করতে থাকি।

اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

\* ওহে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা! আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন! বিশুদ্ধ “মাযহাবে আহ্লে সুনাত” এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এবং

প্রত্যেক বদ-মাযহাব থেকে বেঁচে থাকবেন। এ কথার উপর কঠোরভাবে অটল থাকবেন।

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

\* ওহে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, আপনি নামায, রোযা ও প্রত্যেক ফরয কাজকে পবিত্র শরীয়াত অনুযায়ী আদায় করতে থাকবেন ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবেন। আল্লাহু তাআলা আপনাকে নিজের ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। মনে রাখবেন! ওয়াদা ভঙ্গ করা হারাম ও মারাত্মক দোষ ও অতীব মন্দ কাজ। ওয়াদা পালন করা আবশ্যিক। যদিও কোন নগন্য থেকে নগন্য সৃষ্টির সাথে করা হয়। এ ওয়াদাতো আপনি আপনার প্রতিপালক আল্লাহু তাআলার সাথে করেছেন।

<sup>২</sup> কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং মৃত্যুবরণ করো না কিন্তু মুসলমান হয়ে। (পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৩২)

✱ ওহে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা! মৃত্যুকে স্মরণ রাখুন! যদি মৃত্যুকে স্মরণ রাখেন, তাহলে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবেন। দ্বীন ও ঈমান নিরাপদ থাকবে ও সূনাতের অনুসরণ করার সৌভাগ্যও লাভ হবে এবং গুনাহ থেকে নিরাপত্তাও অর্জিত হবে।

✱ ওহে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা! আজকের দিনগুলোতে জেগে থাকুন। যাতে মৃত্যুর পর শান্তি সুখে ও আরামের নিদ্রায় থাকেন। ফিরিশতা করবে যেন আপনাকে বলে **“نَمْ كَنَوْمَةَ الْعَرُوسِ”** অর্থাৎ- তুমি দুলহানের মত ঘুমাও।

জাগনা হে জাগলে আফলাক কে ছায়ে তলে,  
হাশর তক ছোতা রহেগা খাক কে ছায়ে তলে।

✱ ওহে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা! দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হবেন না। দুনিয়ার প্রতি সীমাহীন পাগল হওয়াই আল্লাহ্ তাআলা হতে বিমুখ হওয়া।

বে ওয়াফা দুনিয়া পে মত কর ইতিবার,  
তু আছানক মওত কা হোগা শিকার ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

## ইসলামী বোনেরা মনযোগ দিন

ইসলামী বোনেরা! নিজেদের বিশেষ দিনগুলোর (মাসিক) ব্যাপারে জানা আপনাদের জন্য জরুরী। এ জন্য “বাহারে শরীয়াত” এর ২য় খন্ড অবশ্যই পাঠ করুন বা কোন ইসলামী বোনের মাধ্যমে পড়িয়ে অবশ্যই শুনে নিন। এছাড়া পর্দার ব্যাপারে দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর” অধ্যয়ন করুন। এখানে পর্দা সম্পর্কিত একটি বর্ণনা আরম্ভ করা হচ্ছে। যেমন- হযরত সাযিদ্দাতুনা উম্মে সালামা বলেন:



আমি ও হযরত সাযিয়াদাতুনা মাইমুনা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا  
 আমরা উভয়ে হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর  
 বরকতময় খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন (অন্ধ  
 সাহাবী) হযরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম  
 رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আসলেন, সারকারে আলী ওয়াকার,  
 হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদের উভয়কে ইরশাদ  
 করলেন: “পর্দা করে নাও” আমি আরয করলাম:  
 ওহে আমার আক্কা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! তিনি তো  
 অন্ধ, আমাদেরকে দেখবেন না। এর জবাবে  
 মদীনার তাজদার, রাসুলদের সরদার, হুযুরে  
 আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন:  
 “তোমরা উভয়েও কি অন্ধ? তোমরা কি তাঁকে  
 দেখতে পাবে না?”

(জামে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৮৭)

ইসলামী বোনেরা! এটা থেকে জানা গেল,  
 যেভাবে পুরুষের জন্য আবশ্যিক, বেগানা মহিলাকে  
 না দেখা, অনুরূপভাবে মহিলাও বেগানা পুরুষকে

দেখা থেকে বেঁচে থাকবে। তবে পুরুষ বেগানা মহিলাকে দেখা আর নারী বেগানা পুরুষকে দেখার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- “বাহারে শরীয়াত” ৩য় খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা ৬নং মাসয়ালা রয়েছে: মহিলা বেগানা পুরুষের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ঐ হুকুম, পুরুষ একে অপরের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার যে হুকুম। যখন নারীর যদি এটা নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, অমুক পুরুষকে দেখলে তার কামভাবের সৃষ্টি হবে না, (তাহলে দেখাতে অপরাধ হবে না) আর যদি তার তাতে সন্দেহও হয়, তাহলে অবশ্যই দেখবে না। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## ইসলামী বোনদের জন্য ৭টি মাদানী ফুল

(১) ইসলামী বোন বেগানা পুরুষের শরীরকে কখনো স্পর্শ করবে না।

তার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করবে না, এমনকি নিজের পীরের হাতেও চুমু দিবে না, আর নিজের মাথার উপর তার দ্বারা হাতও বুলিয়ে নিবে না।

(২) ইসলামী বোন নিজের মাথার চুল, যা চিরুণী ইত্যাদি করার কারণে বের হয়, তা যেন এমন কোন জায়গায় না রাখে, যেখানে পর-পুরুষের দৃষ্টি পড়ে,

(৩) চাচাত, খালাত, ফুফাত, মামাত ভাই-বোন যারা রয়েছে, তাদের মধ্যেও পর্দার নির্দেশ রয়েছে এবং দেবর -ভাবীর মধ্যে পর্দাহীনতাতো মৃত্যুর সমতুল্য আর ধ্বংসের কারণ। এমনকি ভগ্নিপতি, খালু, ফুফা ও ভাসুর থেকেও পর্দা করার হুকুম রয়েছে।

(৪) ইসলামী বোনেরা নিজ ঘরের বাইরে, (আঙ্গিনায়) বেলকনিতে বসবেন না এবং উঁকি মারবেন না। এভাবেও ফিতনার দরজা খুলে যায়।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

## দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা!  
 “দা'ওয়াতে ইসলামী” তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপি একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। আপনার উচিত শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে যথাসম্ভব সহযোগীতা করুন। যেখানে যেখানে এর সাপ্তাহিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়, যথাসাধ্য এতে অংশগ্রহণ করুন। এভাবে যেখানে যেখানে “ফয়যানে সুন্নাত” এর দরস হয়, সেখানেও অংশগ্রহণ করুন। যেখানে “ফয়যানে সুন্নাত” এর দরসের ব্যবস্থা নেই সেখানে দরস চালু করুন। সকল ইসলামী ভাইকে এর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করছি, সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য প্রতি মাসে ৩ দিন মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রাসুলদের সাথে সফর করুন।

হে আমার প্রিয় আল্লাহ্! আমাদের সবাইকে দা'ওয়াতে ইসরামীর মুবািল্লিগ, তোমার পছন্দনীয় বান্দা, আশিকে রাসুল ও আশিকে মদীনা বানিয়ে দাও। আর আমাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা

করে দাও। **اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ**

উন দো কা সদকে জিন কো কাহা মেরে ফুল হে,  
কিজিয়ে রযা কো হাশর মে খান্দাঁ মিছালে গুল।

**صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ**

## ওরছ ও দাফনের তারিখ

নং	পবিত্র নাম	ওফাত	দাফন শরীফ
১	শাহানশাহে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ	১২ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী	মদীনা শরীফ
২	হযরতে মওলা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ	২১ রমযানুল মোবরক ৪০ হিজরী	নাজাফ শরীফ
৩	হযরতে ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ	১০ মুহররামুল হারাম ৬১ হিজরী	কারবালারে মুআল্লা

৪	ইমাম যাইনুল আবিদীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৮ মুহররামুল হারাম ৯৪ হিজরী	মদীনা শরীফ
৫	ইমাম বাকীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	৭ যিলহজ্জ ১১৪ হিজরী	মদীনা শরীফ
৬	ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৫ রজব ১৪৮ হিজরী	মদীনা শরীফ
৭	ইমাম কাযিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	৫ রজব ১৮৪ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
৮	ইমাম রাযা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	২১ রমযানুল মুবারক ২০২ হিজরী	মাশহুদ শরীফ
৯	ইমাম মা'রুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	২ মুহাররামুল হারাম ২০০ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১০	ইমাম সারী সাকাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৩ রমযানুল মুবারক ২৫৩	বাগদাদ শরীফ
১১	ইমাম জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	২৭ রজব ২৯৭, ২৯৮.২৯৯ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১২	ইমাম শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	২৭ যিলহজ্জ ৩৩৪ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৩	ইমাম শায়খ আবদুল ওয়াহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	২৬ জমাদিউল আখির ৪২৫ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৪	ইমাম আবুল ফা়াহ তারতুসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	৩ শাবানুল মুয়াযযাম ৪৪৭ হিজরী	বাগদাদ শরীফ

১৫	আবুল হাসান ভিকারী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১ মুহাররামুল হারাম ৪৮৬ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৬	ইমাম আবু সাঈদ মাখযুমী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	৭ মুহাররামুল হারাম ৫১৩ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৭	হযরত গাউসে আযম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১১ রবিউল আখির ৫৮২ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৮	ইমাম সায্যিদ আবদুর রায্যাক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	৬ শাওয়াল ৬২৩ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
১৯	ইমাম আবু সালেহ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	২৭ রজব ৬৩২ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
২০	ইমাম মহিউদ্দীন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	২২ রবিউল আওয়াল ৬৫৬ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
২১	ইমাম সায্যিদ হাসানী জিলানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	২৩ শাওয়াল ৭৩৯ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
২২	সায্যিদ মুসা রযা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৩ রজব ৭৬৩ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
২৩	হযরত সায্যিদ হাসান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	২৬ সফর ৭৮১ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
২৪	হযরত সায্যিদ আহমদ জিলানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৯ মুহররাম হারাম ৮৫৩ হিজরী	বাগদাদ শরীফ
২৫	শায়খ বাহাউদ্দীন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১১ যিলহজ্জ ৯২১ হিজরী	দৌলতাবাদ, হায়দারাবাদ, দকন।

২৬	শায়খ ইবরাহীম ইরিষী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৫ রবিউল আখির ৯৪০, ৯৫৩ হিজরী	দরগাহে মাহবুবে ইলাহী, দিল্লী।
২৭	শায়খ মুহাম্মদ ভিকারী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	৯ যিলকদ ৯৮১ হিজরী	কাকুরী শরীফ।
২৮	কায়ী যিয়াউদ্দীন মারুফ বাজিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	২২ রজব ৯৮৯ হিজরী	লক্ষৌ
২৯	শায়খ জামাল উদ্দীন আওলিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	ঈদুল ফিতরের রাত ১০৪৭ হিজরী	কুচা জাহাঁবাদ, জিলাফতছুরী, ষ্টেশন হেগী রোড।
৩০	সায়্যিদ মুহাম্মদ কালপুরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	৬ শাবান, ১০৭১ হিজরী	কালফী শরীফ
৩১	সায়্যিদ আহমদ কালপুরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৯ সফর ১৪৮৪ হিজরী	কালফী শরীফ
৩২	সায়্যিদ ফাযলুল্লাহ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৪ যিলকদ ১১১১ হিজরী	কালফী শরীফ
৩৩	সায়্যিদ আলে বরকতুল্লাহ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১০ মুহররামুল হারাম ১১৪২ হিজরী	মারহারাহ মাযহার, জিলা-ইটাহ
৩৪	সায়্যিদ আলে মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৬ রমযান ১১৬৪ হিজরী	মারহারাহ মাযহার, জিলা-ইটাহ
৩৫	শাহ হামযাহ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৪ রমযান ১১৯৮ হিজরী	মারহারাহ মাযহার, জিলা-ইটাহ



৩৬	সায়্যিদ শাহ আলে আহমদ আছে মিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৭ রবিউল আওয়াল ১২৯৬ হিজরী	মারহারাহ মাযহার, জিলা-ইটাহ
৩৭	সায়্যিদ শাহ আলে রাসূল رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	১৮ যিলহজ্জ ১২৯৬ হিজরী	মারহারাহ মাযহার, জিলা-ইটাহ
৩৮	ইমাম আহমদ রাযা খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী	বেরীলী শরীফ
৩৯	শায়খ যিয়াউদ্দীন মাদানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	৪ যিলহজ্জ ১৪০১ হিজরী	মদীনা তায়িবা
৪০	হযরত মাওলানা আবদুস সালাম কাদেরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ		

## شاجراے اعلیٰ

یا الہی رَحْمَہ فرما مُصطَفٰیؑ کے واسطے  
 یا رَسُوْلَ اللہ کرم کیجئے خُدا کے واسطے  
 مُشکلین حل کر شہِ مُشکلِ کُشاؑ کے واسطے  
 کر بلائیں رَدِ شہید کر بلاؑ کے واسطے  
 سیدِ سجادؑ کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے  
 عِلْمِ حق دے باقرِ عِلْمِ ہدیٰ کے واسطے  
 صِدْقِ صَادِقِؑ کا تَصَدُّقِ صَادِقِ الْاِسْلَامِ کر  
 بے غَضَبِ راضی ہو کا ظمِؑ اور رِضاؑ کے واسطے  
 بہرِ مَعْرُوفِؑ و سِرِّیٰؑ معرفت دے بے خود سِرِّیٰ  
 جُنْدِ حق میں گن جُنْدِؑ باصفا کے واسطے  
 بہرِ شَبَلِیٰؑ شیرِ حق دُنیا کے کُتوں سے بچا  
 ایک کارِ رکھ عبدِ واحدؑ بے ریا کے واسطے  
 بُو الْفَرَحِؑ کا صدقہ کر غم کو فرح دے حُسن و سَعَد  
 بُو الْحَسَنِؑ اور بُو سَعیدِؑ سعدِ زاکِ واسطے

قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا  
 قدرِ عبدالقادر<sup>۶۹</sup> قدرتِ نما کے واسطے  
 أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا<sup>۷۰</sup> سے دے رزقِ حَسَن  
 بندہ رزاق تاجِ الْأَصْفِيَاءِ<sup>۷۱</sup> کے واسطے  
 نصرِ اَبیِ صَلَاحٍ<sup>۷۲</sup> کا صدقہ صلح و منصور رکھ  
 دے حیاتِ دینِ مُحِبِّ<sup>۷۳</sup> جاں فزا کے واسطے  
 طُورِ عِرْفَانَ وَعُلُوِّ حَمْدٍ وَحُسْنِ وَبَهَا  
 دے علی<sup>۷۴</sup> موسیٰ<sup>۷۵</sup> حَسَن<sup>۷۶</sup> احمد<sup>۷۷</sup> بہا<sup>۷۸</sup> کے واسطے  
 بَسْرِ اِبْرَاهِيمَ<sup>۷۹</sup> مجھ پر نارِ غم گلزار کر  
 بھیک دے داتا بھکاری<sup>۸۰</sup> بادشا کے واسطے  
 خانہِ دل کو ضیا دے رُوئے اِیْمَانِ کو جَمَالِ  
 شَهْ ضِيَاءِ<sup>۸۱</sup> مولیٰ جَمَالِ الْاَوْلِيَاءِ<sup>۸۲</sup> کے واسطے  
 دے محمد<sup>۸۳</sup> کے لئے روزی کر احمد<sup>۸۴</sup> کے لئے  
 خَوَانِ فَضْلِ اللَّهِ<sup>۸۵</sup> سے حصّہ گدا کے واسطے

۲ آبنلواھ تاآلانا تاکے اؤقوام ریشیک دان کررکن ا

دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات ۷۷ سے  
 عشقِ حق دے عشقی، عشقِ ایتما کے واسطے  
 حُبِ اہل بیت دے آلِ محمد ۷۸ کے لئے  
 کر شہیدِ عشق، حمزہ ۷۴ پیشوا کے واسطے  
 دل کو اچھاتن کو ستھرا جان کو پُر نور کر  
 اچھے پیارے شمسِ دین ۷۵ بدرُ العلیٰ کے واسطے  
 دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر  
 حضرت آلِ رسول ۷۹ مقتدا کے واسطے  
 کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے  
 میرے مولیٰ حضرت احمد رضا ۷۲ کے واسطے  
 پُر ضیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا  
 شہِ ضیاء الدین ۷۵ پیرِ باصفا کے واسطے  
 اَحْيِنَا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا سَلَامًا بِالسَّلَامِ ۷۶  
 قادری عبدُ السلام ۸۰ خوش ادا کے واسطے

۷۲- মুহাব্বতের সাথে সম্পর্ককারী

۷۳- অর্থাৎ- আমাদেরকে دীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা প্রদান কর ।

عشقِ احمد میں عطا کر چشمِ تر سوزِ جگر  
 یاخذ الیاس<sup>8۵</sup> کو احمد رضا کے واسطے  
 صدقہ ان اعمیاء کا دے چھ عین عز، علم و عمل  
 عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے

## شাজারایے آلییا

ایسا ایلاهی رهم فرما مؤسٹفا که ویا سیتہ،  
 ایسا راسولاللاہ کرم کی-جیے خواداکہ ویا سیتہ ।  
 مؤشکیلہ ہال کر شاہے مؤشکیل کوشاکہ ویا سیتہ،  
 کر بالایے راد شاہیڈے کاربالاکہ ویا سیتہ ।  
 ساییڈے ساججاد که سدکے مے ساجید راکھ مؤبہ،  
 ایلمے ہکڈے باکیرے ایلمے ہڈاکہ ویا سیتہ ।  
 سیدکے سادیک کا تاساددوک سادیکول ایسلام کر،  
 بے گشب رایی ہو کاہیم آاؤر ربا که ویا سیتہ ।  
 بےہرے ما'رؤفہ ساری ما'رؤف ڈے بےخود ساری،  
 جونڈے ہک مے گینؤ جونایڈے با سافاکے ویا سیتہ ।

বেহরে শিবলী শেরে হক দুনইয়া কে কুত্তো ছে বাচা,  
 এক কা রাখ আ'বদে ওয়াহিদ বে-রিয়া কে ওয়াসিতে ।  
 বুলফারাহ কা সদকা কর গমকো ফারাহ দে হুসনো সাআদ,  
 বুলহাসান আওর সুসান্গিদে সাদেয়া কে ওয়াসিতে ।  
 কাদেরী কর কাদেরী রাখ কাদেরীয়ো মে উঠা,  
 কাদরে আবদুল কাদিরে কুদরাত নুমাকে ওয়াসিতে ।  
 আহ্‌সানাল্লাহ্‌ লাহ্‌ম রিয়কান ছে-দে রিয়কে হাসান,  
 বান্দায়ে রায্যাক তাজুল আসফিয়া কে ওয়াসিতে ।  
 নাস্‌রা-বী সালিহ কা সাদকা সালিহো মানসূর রাখ,  
 হে হায়াতে দী মুহ্‌য়ি জাঁফিয়া কে ওয়াসিতে ।  
 তূরে ই'রফানো উ'লুভ্য হামদো হুসনা ওয়া বাহা,  
 দে আলী মূসা হাসান আহমদ বাহা কে ওয়াসিতে ।  
 বেহরে ইব্রাহীম মুব্‌ পর না-রে গাম গুলযারে কর,  
 ভীক্‌দে দাতা ভিকারী বাদশাহ কে ওয়াসিতে ।  
 খানয়ে দিল কো যিয়া দে রুয়ে ঈমা কো জামাল,  
 শাহ্‌ যিয়া মাওলা জামালুল আওলিয়াকে ওয়াসিতে ।  
 দে মুহাম্মদ কে লিয়ে রোযী কর আহমদ কে লিয়ে,  
 খোয়ানে ফাদলুল্লাহ্‌ ছে হিস্‌সা গাদাকে ওয়াসিতে ।

দ্বীনো দুন্ইয়াকে মুঝে বারাকাত দে বারাকাত ছে,  
 ই'শ্কে হকদে ই'শ্কা ই'শ্কে ইনতিমা কে ওয়াসিতে ।  
 ছবে আহলে বায়ত দে আ-লে মুহাম্মদ কে লিয়ে,  
 কর শহীদে ই'শক হামযা পেশওয়া কে ওয়াসিতে ।  
 দিল কো আচ্ছা তান্ কো সুথরা জা-ন কো পুর নুর কর,  
 আচ্ছে পিয়ারে শামসে দী বাদরুল উ'লা কে ওয়াসিতে ।  
 দো-জাঁহা মে খাদিমে আ-লে রাসূলুল্লাহ কর,  
 হযরতে আ-লে রাসূলে মুকতাদা কে ওয়াসিতে ।  
 কর আ'তা আহমদ রযায়ে আহমদে মুরসাল মুঝে,  
 মেরে মাওলা হযরতে আহমদ রযা কে ওয়াসিতে ।  
 পুর যিয়া কর মেরা চেহরা হাশর মে এ্যায় কিবরিয়া,  
 শাহ্ যিয়া উদ্দীন পীরে বা-সাফা কে ওয়াসিতে ।  
 আহুয়িনা ফিদীনে ওয়াদ্ দুন্ইয়া সালামুন্ বিস্সালাম,  
 কাদেরী আবদুস সালাম খোশ আদা কে ওয়াসিতে ।  
 ইশ্কে আহমদ মে আ'তা কর চশমে তর্ সোযে জিগর,  
 ইয়া খোদা ইলইয়াস কো আহমদ রযা কে ওয়াসিতে ।  
 সদকা ইন্ আ'ইয়াকা দে ছে আইন ইয্ ইলমো আ'মল,  
 অ'ফভু, ই'রফা', আ'ফিয়াত মুঝ বে-নাওয়া কে ওয়াসিতে ।

হে আল্লাহ্! এই সকল বুয়ুর্গ মাশায়েখদের  
বরকতে আমার এই ইসলামী ভাই / বোন:

..... কাদেরী, রযবী

পিতার নাম: .....

ঠিকানা: .....

এর বক্ষকে মদীনা বানিয়ে দাও ।

اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ



সাক্ষর                      তারিখ:.....১৪.....হিজরী

(এই সুবিন্যাস্ত শাজারার কবিতাগুলোর অর্থ এবং  
অন্যান্য চমৎকার বিষয় জানার জন্য মাকতাবাতুল  
মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “**শরহে শাজারায়ে  
কাদেরীয়া, রযবীয়া**” অধ্যয়ন করুন)



## তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসলিম	দারে ইবনে হাযম, বৈরুত	মাদারেজ্জুন্ নবুয়ত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
আবু দাউদ	দারে ইহুইয়াউত্ তুরাসিল আরবী, বৈরুত	মিরকাত	দারুল ফিকির, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	আলমগিরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসান্নিফ আব্দুর রায্বাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আল ওযীফাতুল করীমা	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
দারেমী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	হায়াতে আ'লা হযরত	মাকতাবায়ে নববীয়া মাকাযুল আউলিয়া লাহোর
আল সুনানুল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী

## মুরিদ হওয়ার জন্য কি পীরের হাতের উপর হাত রাখা জরুরী?

رَبُّنَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  
ইমাম আহমদ রযা খান رحمته الله تعالى عليه বলেন: বার্তা বাহক বা চিঠির মাধ্যমে মুরিদ হতে পারবে। (ফতোওয়ারয়ে রব্বীয়া, ২৬তম খণ্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা) “হিদায়া” নামক কিতাবে বর্ণিত আছে: সরাসরি সন্তোষন করে কথা বলার যে হুকুম, চিঠিরও একই হুকুম। (হিদায়া, ৩য় খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা) জানা গেল, মুরিদ হওয়ার জন্য সামনে বসে হাতের উপর হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করা জরুরী নয়। আর না-মুহরিম মহিলাতো পীরের হাতে হাত রাখতেই পারবে না। অবশ্য গায়েবানা (অর্থাৎ- অপ্রকাশ্য ভাবে) বাইয়াত গ্রহণ করাও যথেষ্ট হবে। তাই ফোনে কল করে বা মেসেইজ পাঠিয়ে বা ইন্টারনেটে মেইল করে বা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে বাইয়াত করা এবং বাইয়াত হওয়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে জাযিয়।

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফরমান্দে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭  
কে. এম. ডবল, বিদীয় তলা, ১১ আন্দরকিয়া, ১ইমাম। মোবাইল: ০১৮১০৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯  
ফরমান্দে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, টায়লপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: [bdmaktabatulmadina26@gmail.com](mailto:bdmaktabatulmadina26@gmail.com)  
[bdtarajim@gmail.com](mailto:bdtarajim@gmail.com), Web: [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net)